

কন্যা পতির গোট্র বহন করে না

“কন্যা পতির গোট্র বহন করে না ”

কিন্তু কেন?

এটাই কিশুধু রীতি? নাকি এর পছন্দে বজ্জিগ্ণান আছে?

আসলে বিষয়টি পুরোপুরি জিনিগত বজ্জিগ্ণান (Genetics)-এর সাথে সম্পর্কিত।

□ মানুষের গুণসূত্র সন্তানদের বজ্জিগ্ণানিক সত্য

নারী = XX গুণসূত্র

পুরুষ = XY গুণসূত্র

□ পুত্র (XY) হলে Y গুণসূত্র অবশ্যই পতির থেকেই আসে, কারণ মাতার শরীরে Y নেই।

□ কন্যা (XX) হলে এক X আসে পতির কাছ থেকে, আরেক X মাতার কাছ থেকে।

কিন্তু মূল কথা হলো□

Y গুণসূত্র প্রায় ৯৫% অপরবর্তিত অবস্থায় পতি থেকে পুত্রে চলে যায়।

এই Y-এর ধারাবাহিকতাকেই প্রাচীন ঋষিরা বলছিলেন “গোট্র”।

গোট্র মানে কী?

যার গোট্র “কশ্যপ” তার শরীরের Y গুণসূত্র হাজার বছর আগেকের কশ্যপ ঋষির বংশ থেকে এসেছে।

এটাই গোট্র ব্যবস্থার বজ্জিগ্ণানিক ভিত্তি।

এবং যহেতু ময়েদের শরীরে Y থাকে না, তাই□বিবাহের পর স্ত্রীকে স্বামীর গোট্রের যুক্ত করা হয়।

□ একই গোট্রের বিষয়ে কেনে নষিদ্ধ? (বজ্জিগ্ণানিক কারণ)

একই গোট্র মানে একই পূর্বপুরুষ।

একই বংশের জনি বারবার মশোল□

জন্মগত রোগ বাড়ে

মানসিক সমস্যা দেখা দেয়

শারীরিক বকিলাঙতার ঝুঁকি বাড়ে

সন্তানে নতুনত্ব ও সৃজনশীলতা কমে

আধুনিক জিনবজ্জিগ্ণানও একই কথা বলে যা আমাদের ঋষিরা বহু আগেই জানতেন।

□□ কন্যাদান কেনে করা হয়?

কন্যাদান মানে “কন্যাকে দান” নয়।

এর মানে□

বিবাহের মাধ্যমে কন্যাকে নতুন গোট্রের প্রবশে করানো।

কারণ□

কন্যার শরীরে পতির গোট্রের Y নেই।

স্বামীই তাকে নতুন গোট্রের স্থান দেন।

এই কারণেই বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর বংশধারার বাহক হন।

সাত জন্মের সম্পর্ক□বজ্জিগ্ণানিক সত্য

পুত্রে পতির গুণ ৯৫% পর্যন্ত অবিকৃত থাকে

ফলে বংশে পতিপুরুষের জনি বারবার জন্ম নিয়ে

তাই বলা হয়। “সাত জন্মের সঙ্গী”

আমরা পত্নীপুরুষকে শ্রদ্ধা করি কারণ সেই একই জনি আমাদের ভতির বয়ে চলে
বৈদিক সংস্কৃতি ও জনিবজ্জ্ঞানের এই মলি সত্যই খুবই বিস্ময়কর।

আমাদের ঋষিরা শুধু আচার নয়, বজ্জ্ঞানও জানতেন।

আজকের আধুনিক জনিবজ্জ্ঞান যা বলছে, বৈদিক গোত্রব্যবস্থা হাজার বছর আগের
সেই সত্য জানিয়ে দিয়েছে।

